৭৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 0[illegible] SEP 199[illegible]
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

বন্যা ঃ এইচএসসিতে ভর্তির সময় পিছিয়ে গেল

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

দেশে বন্যা পরিস্থিতির কারণে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। সারাদেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যাকবলিত ও অধিকাংশ স্কুল-কলেজে ত্রাণ শিবির স্থাপিত হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি পিছিয়ে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সকল কলেজে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নির্দেশ জারি করা হয়েছিল গত মাসের শেষের দিকে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ভর্তি হবে।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটায় বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষা বোর্ডের কাছে অভিযোগ করা হয়, তারা ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে না। কারণ অধিকাংশ কলেজে বন্যার পানি ঢুকেছে অথবা ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বন্যার কারণে ছাত্রছাত্রীরা অনেক স্কুল থেকে নম্বরপত্রও নিতে পারেনি। ছাত্রছাত্রীদের বাসাবাড়িও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। এ অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষা নিলে অনেকেই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এ সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের দৃষ্টিতে দিলে তারা ভর্তি পেছিয়ে দিতে বলেন। সূত্র জানিয়েছে, কলেজে ভর্তির সময়সীমা পিছানো নিয়ে আগামীকাল বুধবার ৫টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ঐ বৈঠকের পর বিভিন্ন কলেজে এ সংক্রান্ত নির্দেশনামা যাবে। জানা গেছে, ভর্তির সময় পিছিয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নেয়া হবে। সূত্র আরো জানায়, ঢাকার যেসব সরকারি কলেজে ইতোমধ্যে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দেয়া হয়েছে তা পিছিয়ে দিতে বলা হবে। বেসরকারি কলেজগুলোতেও ভর্তি পিছিয়ে নিতে বলা হবে। এ বছর কলেজে লিখিত পরীক্ষা ও এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে মেধা যাচাই করে ভর্তি নেয়া হবে। এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ১০ শতাংশ যোগ করা হবে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। সরকারি কলেজ-গুলোতে এ পদ্ধতিতে ভর্তি করা হবে।

এ সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তোজাম্মেল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কলেজে ভর্তি পিছানোর বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বর ৫টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের বৈঠকে এ বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।